জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – মে ২০১০/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘের সংরক্ষণ তালিকায় নতুন করে যোগ হচ্ছে সংরক্ষিত নিসর্গের নাম
* ধূমপান করার মধ্যে কোন স্টাইল বা সৌন্দর্য নেই : নারীদের প্রতি বান
* নেপাল : পার্লামেন্টের মেয়াদ বাড়ানোকে স্বাগত জানিয়েছেন মহাসচিব
* আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র ফোরাম জাতিসংঘ–সাধারণ পরিষদের সভাপতি

জাতিসংঘের সংরক্ষণ তালিকায় নতুন করে যোগ হচ্ছে সংরক্ষিত নিসর্গের নাম

৩১ মে–জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে গঠিত জাতিসংঘ নেটওয়ার্কের তালিকায় হ্রদ ও জলাভূমির মতো সংরক্ষিত নিসর্গ যুক্ত করা হবে। বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করা জাতিসংঘ সংস্থার সদও দপ্তরে আজ শুরু হওয়া বৈঠকে নতুন এ সংযোজন হবে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো) কর্মসুচি মানুষ ও জীবমন্ডল বিষয়ক আন্তর্জাতিক সমন্বয় পরিষদের (এমএবি) পাঁচদিনব্যাপী বৈঠকে জীবমন্ডল সংরক্ষণের তালিকায় নতুন সংরক্ষিত জীবমন্ডল সংযোজনের মোট ২৫টি প্রস্তাব ও আবেদন যাচাই–বাছাই করা হবে।

ইউনেসকোর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমএবি নেটওয়ার্কে সংযোজনের জন্য এসব প্রস্তাব এসেছে ২০টি দেশ থেকে। পরিষদ তরুণ বিজ্ঞানীদের এমএবি পুরস্কার প্রদানের আবেদনগুলোও যাচাই–বাছাই করে দেখবে।

১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর ১০ জন তরুণ গবেষককে পাঁচ হাজার ডলার মুল্যের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। জীব ও জড় জগতের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণায় সহায়তার জন্য এ অর্থ দেওয়া হয়। এ বছর অস্ট্রেলীয় এমএবি কমিটির অর্থায়নে বিশ্ব জীববৈচিত্র্য বর্ষের প্রেক্ষাপটে তরুণ বিজ্ঞানীদের দুটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

ছয় হাজার ডলার মুল্যের এ মিশেল বাতিজ পুরস্কারের জন্য আগ্রহীদের সংরক্ষিত জীবমন্ডল ব্যবস্থাপনায় তাদের কাজ পরিষদে জমা দিতে হবে। প্রতি দুই বছর পর পর এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ফ্রান্সের রোঁ বদ্বীপের ওপর থেকে জ্যঁ ই. রোশের তোলা আলোকচিত্র বুধবার প্রদর্শন করা হবে।

এমএবি বিশ্ব নেটওয়ার্কের তালিকায় ১০৭টি দেশের ৫৫৩টি স্থান রয়েছে। এ তালিকায় এশিয়ার সর্ববৃহৎ সুপেয় পানির হ্রদ কলম্বিয়ার টোনলে স্যাপ, বার্কিনা ফাসোর মেয়ার অক্স হিপোপটেমস (হিপোপটেমাস হ্রদ), ব্রাজিলের প্যানটানাল জলাভূমি ও স্পেনের ক্যানারি আর্চিপেলাগোর ফুয়ের্তিভেনচুরা দ্বীপ রয়েছে।

ইউনেসকোর মতো, সংরক্ষিত জীবমন্ডল হলো সেইসব স্থান যেগুলোর কথা স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেছে এবং যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় মানুষের কর্মকাণ্ড ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়ের নতুন চর্চা পরীক্ষিত হয়েছে। ইউনেসকোর মতে, এই অর্থে সংরক্ষিত জীবমন্ডল হল টেকসই উন্নয়নের গবেষণাগার।

ধূমপান করার মধ্যে কোন স্টাইল বা সৌন্দর্য নেই : নারীদের প্রতি বান

৩১ মে–তামাককে ‘কুৎসিত ও ভয়ংকর’ হিসেবে উলে–খ করে মহাসচিব বান কি–মুন আজ বিশ্বের নারীদের ধূমপান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞাপনদাতারা ধূমপানকে সৌন্দর্য ও নারী স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে নারীদেরকে এ বিষয়ে আকর্ষন করার চেষ্টা করছে।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে মহাসচিব তার র্বাতায় বলেন, ‘তামাক কখনো স্টাইল বা ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারে না।’ তরুণীদের ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট করার এ ধারাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এ বছর এ দিবসের প্রদিপাদ্য বিষয় হচ্ছে তামাক ও জেন্ডার।

জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডবি–উএইচও) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়, ১৫১টি দেশে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে সেখানে ছেলে–মেয়েদের ধূমপানের হার প্রায় সমান সমান। সংস্থাটি বলছে, কোনো কোনো দেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি ধূমপান করে। এর মধ্যে রয়েছে বুলগেরিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, কুক আইল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, চেপ প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া ও উরুগুয়ে।

ডবি–উএইচও এর তথ্য মতে, প্রতি ১০ নারীর মধ্যে একজনের কম ধূমপায়ী হওয়া সত্বেও বিশ্বে ধূমপানকারী নারীর মোট সংখ্যা ২০ কোটি। প্রতি বছর ধূমপানজনিত রোগে ১৫ লাখের বেশি নারী মারা যায়। মহাসচিব সতর্ক করে বলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ এ হার ২৫ লাখে দাঁড়াতে পারে।

বান কি–মুন বলেন, প্রতিটি দেশের সরকারকে অবশ্যই ধূমপানের বিজ্ঞাপন, বিপণন ও পৃষ্ঠপোষকতায় নারীদের ব্যবহার রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা ডবি–উএইচও’র ধূমপান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কাঠামো চুক্তিতে এ কথার উলে–খ রয়েছে।’ এ চুক্তি অনুযায়ী সরকার নারীদের অন্যের হাত থেকে ধূমপান করা থেকেও বিরত রাখতে বাধ্য। অন্যের হাত থেকে ধূমপান করার কারণে প্রতি বছর ছয় লাখ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই নারী।

ডবি–উএইচও মহাসচিব মার্গারেট চান এক বার্তায় বলেন, ধূমপানজনিত রোগের কারণে যারা ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন বা মারা গেছেন তাদের স্থলে নতুন ধূমপানকারী যোগ করতে সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় টার্গেট হলো নারীরা।

ডবি–উএইচও ধূমপানমুক্ত কার্যক্রমের পরিচালক ডগলাস বেচার বলেন, ‘ডবি–উএইচও কাঠামো চুক্তি কার্যকর করার মাধ্যমে সরকারগুলো হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, স্ট্রোক, ক্যান্সার ও ফুসফুসের রোগজনিত মৃত্যু হার কমিয়ে আনতে পারে। এ ধরণের রোগগুলো নারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়ছে।’

ডবি–উএইচও’র মতে, মৃত্যুর প্রতিরোধযোগ্য কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান। এ অভ্যাসের কারণে প্রতি বছর সবমি–লিয়ে ৫০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়।

টোকিওতে আজ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১০ আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

নেপাল : পার্লামেন্টের মেয়াদ বাড়ানোকে স্বাগত জানিয়েছেন মহাসচিব

২৯ মে– মহাসচিব বান কি–মুন আজ নেপালের পার্লামেন্টের মেয়াদ বাড়ানোকে স্বাগত জানিয়েছেন। দেশের নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ করছে এ পার্লামেন্ট।

গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মাওবাদীরা প্রধানমন্ত্রী মাধব কুমার নেপালের পার্লামেন্টের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবে একমত হওয়ায় তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গতকাল ওই পার্লামেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

দশকব্যাপী গৃহযুদ্ধের অবসানে দেশটির সরকার ও মাওবাদীরা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দুই বছর পর ২০০৮ সালের মে মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে এ পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিতে ১৩ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

নেপালের শান্তি প্রক্রিয়ায় এ পার্লামেন্টের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করা। গতকাল ছিল এর শেষ সময়সীমা। ক্ষমতার ভাগাভাগি ও সাবেক মাওবাদী গেরিলাদের পুনর্বাসন নিয়ে চলমান রাজনৈতিক অচলবস্থার কারণে এ কাজ বিলম্বিত হয়।

মি. বান তার মুখপাত্রের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে দেশটির শান্তি প্রক্রিয়াকে রক্ষার জন্য আপোষ-মীমাংসা করায় এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষা করায় সংশি-ষ্ট সব পক্ষ, তাদের নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন।

মি. বান শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সব পক্ষকে ঐকমত্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের আহ্বান জানান।

মহাসচিবের প্রতিনিধি কারিন ল্যান্ডগ্রেন তার বক্তৃয়ায় বলেন, পার্লামেন্টের মেয়াদ বাড়ানোর ফলে শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হল। নিবিড় আলাপ-আলোচনা এবং আপোষের জন্য তাদের তৈরি থাকার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র ফোরাম জাতিসংঘ-সাধারণ পরিষদের সভাপতি

২৭ মে- সাধারণ পরিষদের সভাপতি বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বর্তমানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তা কেবল জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সহযোগিতামুলক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

গতকাল বুয়েন্স আয়ারসে আর্জেন্টিনার পার্লামেন্টে দেওয়া এক ভাষণে আলী ত্রেকি বলেন, ‘একবিংশ শতাব্দী বহু আন্তর্জাতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে: বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে শুরু করে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, পরিবেশগত বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি বলেন, ‘জাতিসংঘই একমাত্র ফোরাম যেখানে সব দেশ এসবের সমাধান ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে।’

তিনি বলেন, বর্তমান ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘ তার সক্ষমতা বাড়াতে জোরালো কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি জানান, সাধারণ পরিষদকে নতুন রূপ দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে জাতিসংঘে আর্জেন্টিনার স্থায়ী দূত জর্জ আর্গুয়েলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ড. ত্রেকি বলেন, ‘নিরাপত্তা পরিষদকেও আরও প্রতিনিধিত্বমুলক, রীতিসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তুলতে এর সংস্কারের জন্য নানা উদ্যোগ ও প্রস্তাব আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।’

সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে প্রথমবারের মতো এ অঞ্চল সফরে আসা ড. ত্রেকি বলেন, দক্ষিণ আমেরিকা নিজেদেরকে একটি শক্তিশালী বহুপক্ষীয় সম্পর্কের অঞ্চল হিসেবে পরিচিত করেছে, যারা বহুপাক্ষিকতা তাদের ঐক্যের শক্তি হিসেবে দেখে ।

তিনি আরও বলেন, ‘অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টার প্রতি আজ আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক সম্প্রীতি জোরদারের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অখ�তার প্রতি রইল আমার নিঃশর্ত শ্রদ্ধা।’

** ** **